মেহেরপুরে জ্বালানি তেলের সরবরাহ সুষ্ঠু রাখতে জেলা প্রশাসকের পরিদর্শন

জনস্বার্থে জ্বালানি তেলের সুষ্ঠু সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মেহেরপুরে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করেছে জেলা প্রশাসন।

সোমবার (৬ এপ্রিল) জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায় সদর উপজেলার কলেজ মোড় সংলগ্ন মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি ফিলিং স্টেশনে সংরক্ষিত জ্বালানি তেলের মজুদ, বিক্রয় কার্যক্রম এবং মজুদ রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নির্ধারিত দামে জ্বালানি তেল বিক্রয় নিশ্চিত করা এবং কোনো প্রকার অনিয়ম বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসনের এমন তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ জ্বালানি তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরে সবজি-মুরগির দামে ওঠানামা, মাছের দাম স্থিতিশীল

মেহেরপুরের পাইকারি ও খুচরা বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সবজি, মুরগি ও মাছের দামে নানা রকম ওঠানামা দেখা গেছে। বর্ষার কারণে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম

বেড়েছে বলে জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলুর দাম বেড়ে কেজি ২০ টাকায় উঠেছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৬ টাকা। পেঁয়াজ ও রসুনের দাম অপরিবর্তিত থেকে যথাক্রমে ৭০ ও ৮০ টাকায় রয়েছে। বেগুনও ৭০ টাকা কেজিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। আদার দাম স্থিতিশীল থেকে কেজি ১৬০ টাকা। তবে শশার দাম ৩০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকায় উঠেছে।

মুরগির মধ্যে ব্রয়লার মুরগির পাইকারি দাম বেড়ে ১৭০ টাকায় উঠেছে, সোনালী মুরগির দাম কমে ২৭৫ টাকায় নেমেছে এবং লেয়ার মুরগি কেজি ২৮৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

খুচরা বাজারে আলুর দাম কমে ২০ টাকায় নেমেছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ২৩ টাকা। পেঁয়াজ ৮০ টাকা থেকে কমে ৭০ টাকায়, রসুন ৮০ থেকে ৭০ টাকায়, কাঁচা মরিচ ২৪০ থেকে ১৮০ টাকায় নেমেছে। তবে শশার দাম ৬০ থেকে বেড়ে ৮০ টাকায় উঠেছে।

পটল ৫০ থেকে বেড়ে ৬০, ঢেঁড়স ৫০ থেকে কমে ৪০, কলা ৭০ থেকে কমে ৬০ এবং পেঁপে ২০ থেকে বেড়ে ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আদার দাম ২০০ থেকে বেড়ে ২২০ টাকায় উঠেছে।

মুরগির খুচরা বাজারে ব্রয়লার বেড়ে ১৯০ টাকায় উঠেছে, সোনালী মুরগির দাম কমে ৩০০ টাকায় এবং লেয়ার মুরগির দাম সামান্য কমে ৩১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাছের বাজারে রুই ২৫০, তেলাপিয়া ২২০, বাটা ২০০, পাঙাশ ১৫০, সিলভার ২০০, জিওল ৩৫০, চিংড়ি ৭০০, টেংরা ৮০০ এবং ইলিশ ৬০০-১২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ছাগল শুক্রবারে কেজি ১১০০ টাকা, অন্যদিনে ১০০০ টাকা এবং গরু সর্বদা ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি দোকানদার মহির বলেন, গত কয়েকদিন ধরে সবজির দাম এত বেশি যে ক্রেতারা আগের মতো আর বেশি কিনছেন না। আগে এক ক্রেতা যেখানে ৫০০ টাকার সবজি কিনতেন, এখন ৩০০ টাকার বেশি কিনছেন না। এতে আমাদের বিক্রিও কমে গেছে।

সবজি দোকানদার ফিরোজের বলেন, বর্ষার কারণে সবজি পচে যাচ্ছে, বাজারে মাল আসছে কম। চাহিদা বেশি কিন্তু সরবরাহ কম, তাই দামও বেড়েছে। আগে যেখানে এক ট্রাকে ৫০ বস্তা শাক-সবজি আসতো, এখন ২০-

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]: [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা সারের মজুত ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়নে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে সার সরবরাহে প্রশাসনের তৎপরতা নিশ্চিত করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গতকাল রোববার সকাল থেকে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন উপজেলা কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা। চলতি খরিপ-২ মৌসুমে কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকাজ নিশ্চিত করতে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহে স্বচ্ছতা আনতেই এই মাঠপর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা কৃষি অফিসার জনাবা রেহানা পারভীন। তিনি প্রত্যন্ত ইউনিয়নগুলোর সরকার অনুমোদিত সার ডিলারদের গুদাম ঘর ঘুরে দেখেন এবং সরবরাহের হালচাল সম্পর্কে খোঁজ নেন। তার সঙ্গে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার জনাব উদয় রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কর্মকর্তারা। কৃষকরা যাতে নির্ধারিত মূল্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে তারা সরাসরি খোঁজখবর নেন। কোনো কৃষক সার সংকটে রয়েছেন কি না, অথবা কোথাও অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জানান, সরকার কৃষকদের উৎপাদন খরচ সহনীয় রাখতে ভর্তুকি মূল্যে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু এই সার যেন কেউ মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে বা নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য নিয়মিতভাবে ডিলার মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কোথাও কোনো অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিদর্শনে দেখা যায়, অধিকাংশ ডিলারদের গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুদ রয়েছে। কৃষকরা জানাচ্ছেন, চলতি মৌসুমে তারা তুলনামূলকভাবে সঠিক সময়ে সার পাচ্ছেন এবং কোনো বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে না। আলমডাঙ্গার হাপানিয়া গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “এবার এখনো পর্যন্ত সময়মতো সার পেয়েছি। আগে কখনো কখনো লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ফিরে আসতে হতো। এবার তেমন সমস্যা হয়নি।”

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উদয় রহমান জানান, মাঠপর্যায়ে তদারকি কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। সার বিতরণে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রতিটি ইউনিয়নে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে বাজার ও গুদাম ঘুরে সরবরাহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।

জানা গেছে, চলতি খরিপ-২ মৌসুমে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ রাখা হয়েছে। এই মৌসুমে উপজেলার কৃষকদের জন্য প্রায় ১২০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫০০ মেট্রিক টন ডিএপি, ৪৫০ মেট্রিক টন টিএসপি এবং ৪৩০ মেট্রিক টন এমওপি সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বড় একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ইউরিয়া ১৬ টাকা, ডিএপি ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা এবং এমওপি ১৫ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি নিয়মিতভাবে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের যাতে প্রতারণার শিকার হতে না হয় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয়, সেটিই হচ্ছে প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

কৃষি কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন, চলতি মৌসুমে কৃষকরা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পেয়ে তাদের কৃষি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবেন। এতে করে এলাকার ধান ও অন্যান্য খরিপ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মাঠপর্যায়ের এই মনিটরিং ও নজরদারি কার্যক্রম সারা মৌসুমজুড়ে অব্যাহত থাকবে বলে কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে।